দৈনিক
ইনকিলাব

19

তারিখ ... 21 DEC 1996
পৃষ্ঠা - ৫ কলাম - ১

পরীক্ষা গ্রহণের দাবীতে মিছিল

সম্প্রতি জাহাঙ্গীর নগর ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরা যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দাবীতে মিটিং-মিছিল করেছে বলে জানা গেছে। খবরটা রীতিমত অবাক করার মত। কারণ এর আগে এদেশে পরীক্ষা পিছানোর দাবীতে মিটিং, মিছিল, ভাঙচুর, অবরোধ করার ঘটনা ঘটেছে কিন্তু যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সোচ্চার প্রতিবাদের ঘটনা ঘটেনি। শিক্ষার্থীদের ভেতরে এতদিনকার গুমরে মরা প্রতিবাদের স্ফুরণকে আমরা অভিনন্দিত করছি।

একদিকে শিক্ষাকে গতিশীল, যুগোপযোগী করার কথা বক্তৃতা-বিবৃতিতে বলা হচ্ছে, অন্যদিকে শিক্ষার দুরবস্থা এবং ছাত্র হয়রানির বা তাদের দুর্ভাগ্যের শেষ হচ্ছে না। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পুরো দু'টি বছর সেশনজটে আটকে গেছে। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয়টি এক সময় সেশনজটমুক্ত হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিল। ছাত্ররা এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তাদের কর্তব্যকর্মে গাফিলতিকে দায়ী করেছে। তাদের অভিযোগ, তারা শিক্ষকদের কাছে জিম্মি, কারণ তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী তাঁরা ক্লাস বা পরীক্ষা নিয়ে থাকেন— যার কারণে যথাসময়ে কোর্স সম্পন্ন হচ্ছে না। যথানিয়মে ক্লাস না নিয়ে পরীক্ষার আগে চার-পাঁচ ঘন্টা করে ক্লাস নেয়া হয় বলে সূত্রে জানা গেছে। ক্লাস না নিয়ে টিউটোরিয়াল নেয়া, শিক্ষকদের শিক্ষা প্রদানের বাইরে নিজস্ব কাজে ব্যস্ত থাকা, প্রথাগত পরীক্ষা গ্রহণে বা রেজাল্ট প্রদানে দীর্ঘসূত্রতা, গড়িমসি ইত্যাদি কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে বলে জানা গেছে। কোন কোন বিভাগে শেষপর্ব পরীক্ষা না নেয়া, নির্দিষ্ট সময়ে থিসিস জমা দিয়ে বিপত্তির সম্মুখীন হওয়া, শিক্ষকদের কোর্স অসম্পূর্ণ রাখা ও রাজনীতি, দলবাজি এবং নির্দিষ্ট কিছু ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের ভাল সম্পর্ক থাকার ফলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা রেজাল্টের দিক থেকে বিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছে বলে রিপোর্টে প্রকাশ। প্রকাশিত রিপোর্টটির সার্বিক ব্যাখ্যায় না গিয়েও বলা যায়, শিক্ষা ব্যবস্থা যে কি প্রকারে অধঃগতিসম্পন্ন হয়েছে এবং এ জাতির ভরসা ছাত্র-ছাত্রীদের কি ধরনের বিপজ্জনক বৈরী পরিবেশের মধ্যদিয়ে পড়াশোনা করতে হচ্ছে তার একটি সার্বিক চালচিত্র রিপোর্টটিতে রয়েছে। আমরা এদেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের তাদের দায়িত্বে অবহেলা বা শিক্ষাদানের পরিবর্তে অন্য পেশার প্রতি আকর্ষণবোধের ব্যাপারে পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হতে দেখেছি কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষকদের পেশাগত দায়িত্ববোধের প্রতি ঔদাসিন্যের, আন্তরিকতার অভাবের কথা জেনে থাকলেও সংবাদপত্রের পাতায় দেখিনি। তার কারণ বোধহয় শিক্ষক সমাজকে যে কেউ নীচের অবস্থানে টেনে আনতে লজ্জাবোধ করে। বাস্তবিক, বর্তমানে দেশের উচ্চ বিদ্যায়তনগুলোতে যা ঘটছে তাতে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্ধকার দিককে প্রসারিত করা হচ্ছে। এতে দিকভ্রান্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা অনেক উৎসাহ আগ্রহে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে থাকে। তারা শিক্ষা ও সনদ গ্রহণের সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজেদের চরিত্র গঠনের সুযোগপ্রত্যাশী। কিন্তু যে স্থানে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ উপেক্ষিত, সনদ গ্রহণের জন্য মানসিক কষ্ট-বিষাদে দীর্ঘ সময় কাটাতে হয় সে স্থানে শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের মনোভাব অভক্তির, সে স্থানে সুষ্ঠু শিক্ষা পাওয়া বা ছাত্রদের নৈতিকভাবে গড়ে উঠা একেবারেই কঠিন। এ সমস্যা শুধু জাহাঙ্গীরর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নয়, শিক্ষার পরিবেশ প্রায় সবক'টি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই ধরনের সমস্যার কারণে বিনষ্ট হচ্ছে।

জাতির স্বার্থেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করা, সময়মত ক্লাস নেয়া, নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা শেষ করা এবং সম্ভাব্য স্বল্প সময়ে রেজাল্ট প্রদান করার আনুষ্ঠানিক কাজগুলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সম্পন্ন করতে হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা খুবই জরুরী বিষয়। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর সময়, শিক্ষা বর্ষ ইত্যাদি অত্যন্ত মূল্যবান এবং যথাসময়ে তাদের শিক্ষা সম্পন্ন করে দেয়া কঠিন বা অসম্ভব কাজ নয়। বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সকল সমস্যা জরুরী ভিত্তিতে নিরসন ঘটুক— এই আমাদের কাম্য।